সুন্দরবনে বাঘেদের ভয় নেই, অভয় বিশেষজ্ঞের

অনমিত্র সেনগুপ্ত

অন্যান্য ব্যাঘ্র প্রকল্পে বাঘের সংখ্যা দ্রুত কমলেও সুন্দরবন নিয়ে উদ্বেগের কারণ দেখছেন না পরিবেশবিদ, প্রকৃতি-বিশেষজ্ঞ বিটু সায়গল।

সায়গল বলেন, দেশের ব্যাঘ্র প্রকল্পগুলির মধ্যে সুন্দরবনের অবস্থা সব চেয়ে ভাল। সুন্দরবনের নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ, ম্যানগ্রোভ অরণ্যের উপস্থিতি, মিষ্টি জলের স্বাভাবিক উৎসের কারণে ওখানে বাঘের সংখ্যা সন্তোষজনক। তাদের বংশ বৃদ্ধির হারও স্বাভাবিক। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে সুন্দরবনকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের দৃষ্টান্ত বলে অভিহিত করেন সায়গল।

ওই পরিবেশবিদ বলেন, "সুন্দরবনে যে-ভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য, খাদ্য-খাদকের ভারসাম্য অটুট রাখা হয়েছে, তা প্রশংসনীয়। এই পরিবেশ তৈরিতে বনকর্মীদের ভূমিকাই প্রধান।" জংলি নামে একটি পরিবেশ সংস্থার হয়ে 'সফল' বনকর্মীদের পুরস্কার দিতে এসেছিলেন সায়গল। তিনি বলেন, "সেনাবাহিনী যেমন দেশের সীমান্ত এক মুহূর্তের জন্য অরক্ষিত রাখতে পারে না, তেমনই বনকর্মীদের সামান্য ভুলে হারিয়ে যেতে পারে কোনও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি। চোরাশিকারিদের অন্তহীন লোভ ও মানুষের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী প্রতিনিয়ত তাদের বন্যপ্রাণী হত্যার কাজে ব্যবহার করে যাচ্ছে। স্বাধীনতার সময় ভরতপুর পক্ষিনিবাসে যে-সব পাখি দেখা যেত, তার মধ্যে বেশ কিছু প্রজাতি বর্তমানে বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায়।"

ভারতে আগে সব জঙ্গলেই সিংহ পাওয়া যেত। উত্তর-পূর্ব ভারতেও। কিন্তু এখন গির অরণ্য ছাড়া কোথাও সিংহ নেই। সায়গল বলেন, সিংহের মতো বাঘও যাতে বিলুপ্ত না-হয়, সেই জন্য ১৯৭৩ সালে ব্যাঘ্র প্রকল্প চালু হয়। সংরক্ষিত ঘোষণা করা তাদের আবাসস্থলগুলিকে। তবু সারা দিনে ভারতের কোথাও না কোথাও দুষ্কৃতীদের হাতে অন্তত একটি বাঘ মারা পড়ে। চিতা বা নেকড়ে মারা পড়ে তিন থেকে চারটিরও বেশি। সরিস্কায় এখন বাঘ নেই বললেই চলে।

গ্রামে বাঘ ঢুকলে পিটিয়ে না-মেরে বাসিন্দারা যাতে বনকর্মীদের খবর দেন, সেই জন্য গ্রামবাসীদের বোঝাতে বনরক্ষীদের আরও দায়িত্বসচেতন হতে বলেন সায়গল। সুন্দরবনে শতাধিক দ্বীপ আছে। অর্ধেকের বেশি দ্বীপে আছে সংরক্ষিত বনভূমি। গ্রামবাসীরা যাতে গাছ কাটার জন্য সংরক্ষিত বনে না-ঢোকেন, সেই দিকেও নজর রাখতে হবে। তাঁর কথায়, "যত দিন সুন্দরবনে প্রাকৃতিক ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ থাকবে, তত দিন বাঘেদের কোনও ভয় নেই।" ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগ থেকে কলকাতা ও দুই ২৪ পরগনাকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে সুন্দরবনের যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে, তা-ও স্মরণ করিয়ে দেন সায়গল।